এক হাতে মুসাফাহা

(সংক্ষিপ্ত)

মূল (উর্দূ)

'আব্দুর রহমান মুবারকপুরী'

(সুনানে তিরমিযী'র বিশ্ববিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'তুহফাতুল আহওয়াযী'র লেখক)

অনুবাদ ও পরিমার্জনে

কামাল আহমাদ

এক হাতে মুসাফাহা

(সংক্ষিপ্ত)

মূল (উর্দূ) ঃ

'আব্দুর রহমান মুবারকপুরী

(সুনানে তিরমিযী'র বিশ্ববিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'তুহফাতুল আহওয়াযী'র লেখক)

অনুবাদ ও পরিমার্জনে ঃ

কামাল আহমাদ

প্রকাশনায়

জায়েদ লাইব্রেরী

৫৯, সিক্কাটুলী লেন, ঢাকা -১১০০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

এক হাতে মুসাফাহা করা (সংক্ষিপ্ত)

অনুচ্ছেদ ঃ এক হাতে মুসাফাহা করার প্রমাণ ।

দলীল ঃ ১ হাফিয হবনে আব্দুল বার "তামহীদ শরহে মুয়াত্তা (মালেক)"-এ লিখেছেন:

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا أصبغ ثنا ابن و ـ اح قال : ثنا يعقوب بن كعب قال : ثنا مبشر بن اسماعيل عن حسان بن نوح عن عبد الله بن بسر قال ترون بدي هذه؟ صافحت بها رسول الله ﷺ

"আব্দুল্লাহ বিন বুসর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: তোমরা কি আমার এ হাতখানা দেখছ? আমি এই একটি হাত দ্বারা রসূলুল্লাহ (স)এর সাথে মুসাফাহা করেছি ।"[১]

এই হাদীসটি সহীহ ।[২] এই হাদীসটি থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, এক হাতে মুসাফাহা করাটাই নিয়ম ।

---

[১]. মুসনাদে আহমাদ । 'আব্দুল্লাহ বিন বুসর (রা) দু'টি বর্ণনা নিম্নরূপ:

(١) عن يحي بن حسان قال سمعت عبد الله بن بسر المازني يقول ترون يدي هذه فانا بايعت بها رسول الله ﷺ —

(٢) تبون كفي هذا فاشهد اني وضعتها علي كف محمد ﷺ — مسند احمد ج ٤ ص—١٨٩.

[২]. এই হাদীসটির প্রথম বর্ণনাকারী হাফেয ইবনে আব্দুল বার । হাফেয যাহাবী (রহ) 'তাযকিরাতুল হুফ্ফাযে' (৩/৩০৯ পৃ) তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

قال أبو الوليد الباجي : لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر في الحديث وقال مرة ابو عمرأ حفظ اهل المغرب.

অতঃপর লিখেছেন ঃ

قال الحميد : أبو عمر فقيه حافظ مكثر عالم بالقراءات وبالخلاف وبعلوم الحديث والرحال — انتهي.

দ্বিতীয় বর্ণনাকারী হলেন 'আব্দুল ওয়ারিস বিন সুফিয়ান । তিনি হাফেয ইবনে আব্দুল বার-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শায়েখ (শিক্ষক) ছিলেন । হাফেয ইবনে 'আব্দুল বার 'তামহীদ'–এ 'আব্দুল ওয়ারিস বিন সুফিয়ান–এর মাধ্যমে দলীল উপস্থাপন করেছেন ।

দ্বিতীয় দলীল ঃ

عن انس بن مالك قال : صافحت بكفي هذه كف رسول الله ﷺ فما مسست خزا ولا حريرا ألين من كفه ﷺ —

আনাস বিন মালিক (রহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "আমি এ হাতের তালু দ্বারা রসূলুল্লাহ (স)এর হাতের তালুর সাথে মুসাফাহা করেছি। আর আমি রসূলুল্লাহ (স)এর হাতের তালুর চেয়ে নরম কোন রেশমের সুতা ও কোন রেশমের কাপড় স্পর্শ করি নিং।"

এ হাদীসটি مسلسل بالمصفه বলে পরিচিত। এ হাদীসটির সনদে যতজন বর্ণনাকারী আছেন তারা প্রত্যেকে হাদীসটি বর্ণনার ক্ষেত্রে নিজের উস্তাদের সাথে মুসাফাহা করেন। যেভাবে আনাস (রা) এক হাত দ্বারা রসূলুল্লাহ (স)এর সাথে মুসাফাহা করেছিলেন।

এ হাদীসটি মুহাম্মাদ 'আবিদ সিন্দি (রহ) "হাসরুশ শারিদে" এবং ইমাম শওকানী (রহ) "ইত্তিহাফুল আকাবির"–এ এবং অনেক মুহাদ্দিস নিজেদের ধারাবাহিক বর্ণনাগুলোতে উদ্ধৃত করেছেন।

এ হাদীসটির কয়েকটি সনদ রয়েছে। এর কোন কোনটির যদিও দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্যতা ও সাক্ষ্য নেই। কিন্তু কোন কোনটির গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য

তৃতীয় বর্ণনাকারী হলেন, ক্বাসিম বিন আসবাগ। হাফেয যাহাবী তাঁর পূর্বোক্ত কিতাবে (৩/৬৮ পৃ:) লিখেছেন:

قاسم بن أصبغ بن محمد يوسف بن ناصح — أوواضح — الامام الحافظ، محدث الأندلس —

অতঃপর লিখেছেন: وذكروا أنه كان بصيرا بالحديث ورجاله । এরপর লিখেছেন:

وانتهي اليه بتلك الديار علو الاسناد والحفظ والجلالة اثني عليه غير واحد . انتهي

চতুর্থ বর্ণনাকারী হলেন, ইবনে ওয়াদাহ। আর তিনিও সিক্বাহ এবং গ্রহণযোগ্য। হাফেয যায়লা'য়ী (রহ) সাহল বিন সা'দ (রা)এর "বিরে বুদা'আহ" সম্পর্কীত হাদীস (যার সনদে মুহাম্মাদ বিন ওয়াদাহ আছেন)' সম্পর্কে লিখেছেন: اسنده صحيح "এর সনদ সহীহ।" তাছাড়া অন্যান্য বর্ণনা অর্থাৎ ইয়া'কুব বিন কা'আব, বিশর বিন ইসমা'ঈল এবং হিসান বিন নুহ–ও সিক্বাহ এবং গ্রহণযোগ্য। বিস্তারিত দেখুন – আত–তারগীব ও অন্যান্য রিজালশাস্ত্র।
[ايضاً في مسنده ١٨٩/٤ باسناد صحيح]

রয়েছে। আর আমি হাদীসটির বর্ণনাকে দলীল হিসাবে উপস্থাপন করছি না, বরং সাক্ষ্য স্বরূপ উপস্থাপন করছি।

উল্লেখ্য যে, দু'টি বর্ণনাতেই যদিও ডান হাতের উল্লেখ নেই, কিন্তু পরবর্তী বর্ণনাগুলোতে ডান হাতের উল্লেখ আছে। তাছাড়া ডান হাতে মুসাফাহা করার নিয়মের পক্ষাবলম্বনে 'আয়েশা (রা)এর নিম্নোক্ত হাদীসটিও উপস্থাপন করা যায়:

كان النبي ﷺ يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله

"রসূলুল্লাহ (স) নিজের সমস্ত কাজ সাধ্যমত ডান হাতে করা পছন্দ করতেন – তাহারাত বা পবিত্রতা অর্জন করা, চিরুনী করা এবং জুতা পরিধানের ক্ষেত্রেও।"[৩]

এ হাদীসটির 'আম (সাধারণ) দাবী ডান হাতে মুসাফাহা করার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে শায়েখ আয়নী (রহ) "শরহে হিদায়া"র মধ্যে এবং ইমাম নববী (রহ) "শরহে সহীহ মুসলিম"–এ (১/১৩২ পৃ:) অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

দলীল ঃ ৩

عن ابي أمامة : تمام التحية الأخذ باليدو المصافحة باليمني

"আবূ উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত: সালামের পূর্ণাঙ্গতা হাত ধরাতে এবং মুসাফাহা ডান হাত দ্বারা।"[৪]

এ বর্ণনাটি থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, এক হাতে অর্থাৎ ডান হাতে মুসাফাহা করতে হবে।

জ্ঞাতব্য ঃ যেভাবে মুলাক্বাত বা সাক্ষাতের সময় মুসাফাহা করাটা বিধান, একইভাবে পুরুষের বায়'আত নেয়ার সময় মুসাফাহা করাটাও বিধান। আত–তা'লিকুল মুমাজ্জাদে[৫] বর্ণিত হয়েছে:

اخرج ابو نعيم في كتاب المعرفة من حديث لهية بنت عبد الله البكرية قالت : وفدت مع أبي علي النبي ﷺ فبايع الرجال وصافحهم وبايع النساء ولم يصافحهن —

---

[৩]. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী – কিতাবুত তাহারাত, باب التيمن في الوضوء; সহীহ মুসলিম – কিতাবুত তাহারাত, باب النهي عن الاستنجاء باليمين; মিশকাত [এমদাদিয়া] ২/৩৬৮ নং।

[৪]. **হাকিম তাঁর** الكني **গ্রন্থে ; কানযুল উম্মাল ৫/১৩ পৃ:।**

[৫]. আত্–তা'লিকুল মুমাজ্জাদ 'আলা মুওয়াত্তা মুহাম্মাদ পৃ: ৩৯৪ (দেওবন্দ ঃ মাকতাবাহ থানভী)।

"আবূ না'ঈম 'কিতাবুল মা'রিফাহ'–এ লাহিয়াহ বিনতে 'আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: আমি আমার পিতার সাথে রসূলুল্লাহ (স)এর খেদমতে হাযির হই। তখন রসূলুল্লাহ (স) পুরুষদের বায়য়াত নিলেন এবং তাদের সাথে মুসাফাহা করলেন, আর মহিলাদের বায়য়াত নিলেন কিন্তু তাদের সাথে মুসাফাহা করলেন না।"

মুয়াত্তা ইমাম মালিক (রহ)–এ আমীমাহ বিনতে রাক্বীক্বাহ'র হাদীসে আছে: "মহিলাদের বায়য়াতের সময় নবী (স)কে মুসাফাহা করার কথা বলে হল। তিনি (স) বললেন: اني لا أصافح النساء "নিশ্চয় আমি মহিলাদের সাথে মুসাফাহা করি না।"[৬]

এ সম্পর্কে আরো বর্ণনা নিম্নরূপ:

وروي النسائي والطبري من طريق محمد بن المنكدر أن أميمة بنت رقيقة أخبرته انها دخلت في نسوة تبايع ، فقلت : يا رسول الله ! ابسط يدك نصافحك. فقال ، اني لااصافح النساء ـــ

হাফেয ইবনে 'আব্দুল বার "তামহীদ শরহে মুয়াত্তা"–এ লিখেছেন:

قوله ﷺ : (اني لا أصافح النساء) دليل علي انه كان يصافح الرجال عند البيعة وغيرها ، ﷺ ـــ

"রসূলুল্লাহ (স)এর বাণী : 'আমি মহিলাদের সাথে মুসাফাহা করি না' – দ্বারা এটাই দলীল হিসাবে সাব্যস্ত হয় যে, রসূলুল্লাহ (স) বায়য়াত ও অন্যান্য সময় পুরুষদের সাথে মুসাফাহা করতেন।"

---

৬. পুর্ণাঙ্গ হাদীসটি হল:

عن اميمة بنت رقيقة انها قالت اتيت رسول الله ﷺ في نسوة بايعنه علي الاسلام فعلن له يا رسول الله نبايعك علي ان لانشرك بالله شيئا ولانزني ولانقتل اولادنا ولاناتي ببهتان نفتريه بين ايدينا وارجلنا ولانعصيك في معروف قال رسول الل ﷺ فيما استطعتن واطقتن قالت فقلن الله ورسوله ارحم بنامن انفسنا هلم بنايعك يارسول الله فقال رسول الله ﷺ اني لااصافح النساء انما قولي لمائة امرة كقولي لامرأة واحدة اومثل قولي لامرأة واحدة ـــ [مؤطا امام مالك صـــ ٣٨٥ ما جاء في البيعة / مؤطا محمد صـــ ٩٤ باب ما يكره من مصافحة النساء / نسائي ج ٢ ٦٤ صـــ باب بيعة النساء]

সহীহ বুখারীতে 'আয়েশা (রা)এর হাদীসটি হল: "রসূলুল্লাহ (স) হিজরতকারী মহিলাদের বায়য়াত নিয়ে বললেন: قد بايعتك كلاما "আমি তোমাদের মুখে বায়য়াত নিই।"[৭]

হাফেয ইবনে হাজার (রহ) 'ফতহুল বারী'[৮]–তে লিখেছেন:

قوله : (قد بايعتك كلاماً) أي يقول ذلك فقط لا مصافحةً باليد كما جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة —

"রসূলুল্লাহ (স)এর হাদীস: (আমি তোমাদের মুখে বায়য়াত নিই) অর্থাৎ – যে সমস্ত বিষয়ে রসূলুল্লাহ (স) মহিলাদের বায়য়াত নিতেন তা মুখ দ্বারা হত। আর তিনি মহিলাদের সাথে হাত দ্বারা মুসাফাহা করতেন না – যেভাবে পুরুষদের বায়য়াত নেয়ার ক্ষেত্রে মুসাফাহা করার রীতি প্রচলিত ছিল।"

উল্লেখ্য যে, কিছু য'য়ীফ বর্ণনাতে বায়য়াতের সময় মহিলাদের সাথে মুসাফাহা করার বর্ণনা এসেছে। আত–তা'লিকুল মুমাজ্জাদে[৯] বর্ণিত হয়েছে:

وجاءت أخبار ضعيفة بمصافحة النساء عند البيعة أحيانا، فعند الطبراني من حديث معقل بن يسار : ان النبي ﷺ كان يصافح النساء في بيعة الرضوان من تحت الثوب. وأخرج ابن عبد البر ، عن عطاء وقيس بن حازم : أن النبي ﷺ كان اذا بايع لم يصافح النساء الا علي يده ثوب —

"তাবারানী-তে মু'ক্বাল বিন ইয়াসার (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে: রসূলুল্লাহ (স) বায়য়াতে রেদওয়ানে মহিলাদের সাথে মুসাফাহা করেছেন কাপড়ের নিচে থেকে। আর ইবনে 'আব্দুল বার (রহ) 'আতা ও ক্বায়েস বিন আবী হাযম থেকে বর্ণনা করেছেন: রসূলুল্লাহ (স) বায়য়াত নেয়ার সময় মহিলাদের সাথে মুসাফাহা করতেন না, তবে নিজের হাতের ওপর কাপড় রেখে (তা করতেন)।"

---

[৭]. সহীহ বুখারী – কিতাবুল শুরুত — باب مايجوز من الشروط في الاسلام والاحكام والمبايعة ; কিতাবুত () باب قوله: اذا جاءك المؤمنات يبايعنك। সহীহ বুখারীর অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, নবী (স) বলেছেন:

انطلقن فقد بايعتكن لاوالله مامست يد رسول الله ﷺ يدا امراة قط غير انه بايعهن بالكلام والله مااخذ رسول الله ﷺ علي النساء الا بما امره الله يقول لهن اذا اخذ عليهن قد بايعتكن كلاما.

[৮]. ফতহুল বারী ৮/৮২১ – কিতাবুত তাফসীর باب قوله اذا جاءك المؤمنات مهاجرات।

[৯]. আত–তা'লিকুল মুমাজ্জাদ 'আলা হাশিয়াহ মুয়াত্তা মুহাম্মাদ পৃ: ৩৯৪।

সংক্ষিপ্ত বায়য়াতের ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে মুসাফাহা করাটা নিঃসন্দেহে সুন্নাত। হানাফী আলেমগণও বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। আয়নী (রহ) লিখিত শরহে হিদায়াহ–তে আছেঃ

ولا بأس بامصافحة لأنه المتوارث أي السنة القديمة في البيعة وغير ذلك

"এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বায়য়াত প্রভৃতি ক্ষেত্রে মুসাফাহা করাটা পূর্ববর্তীদের থেকে প্রাপ্য বা ক্বাদীম (প্রাচীন) সুন্নাত।"

উল্লেখ্য যে, مصفحة عند الملاقات বা সাক্ষাতের ক্ষেত্রে মুসাফাহা এবং مصفحة عند البيعة বা বায়য়াতের ক্ষেত্রে মুসাফাহা'র শর'য়ী দাবী একই। কেননা, হাদীসে যেভাবে مصفحة عند البيعة (সাক্ষাতের ক্ষেত্রে মুসাফাহা)এর ক্ষেত্রে মুসাফাহা শব্দটি এসেছে, ঠিক একইভাবে مصفحة عند البيعة (বায়য়াতের ক্ষেত্রে মুসাফাহা)এর ক্ষেত্রেও মুসাফাহা শব্দটি এসেছে। তাছাড়া উভয় মুসাফাহা'র ধরণের ক্ষেত্রে শরী'য়াতে কোন পার্থক্য প্রমাণিত নেই। এক্ষেত্রে এটাও সুস্পষ্ট হল, বায়য়াতের সময় এক (তথা ডান) হাতে মুসাফাহা করাটা নিয়ম হিসাবে সহীহ হাদীসসমূহে প্রমাণিত আছে। সুতরাং مصفحة عند البيعة (বায়য়াতের ক্ষেত্রে মুসাফাহা)–এর হাদীসগুলো দ্বারা مصفحة عند البيعة (সাক্ষাতের ক্ষেত্রে মুসাফাহা)এর ক্ষেত্রেও এক হাত (তথা ডান হাত) দ্বারা নিয়ম হওয়াটা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় সুস্পষ্ট। এ কারণে مصفحة عند البيعة (সাক্ষাতের ক্ষেত্রে মুসাফাহা) এক হাত দ্বারা নিয়ম প্রমাণের ক্ষেত্রে مصفحة عند البيعة (বায়য়াতের ক্ষেত্রে মুসাফাহা)–এর হাদীসগুলোও উপস্থাপন করা হয়েছে।

দলীল ঃ ৪ সহীহ আবূ আওয়ানাহ-তে 'আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ

فلما جعل الله الاسلام في قلبي أتيت رسول الله ﷺ ، فقلت يا رسول الله ﷺ ! ابسط يدك لأبايعك ، فبسط يمينه فقبضت يدي ، فقال : مالك يا عمرو؟ فقلت أردت أن أشترط ، فقال : تشترط ماذا ؟ قلت : يغفرلي ، فقال : اما علمت يا عمرو أن الاسلام يهدم ما كان قبله ـــ

"যখন আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তরে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করলেন, তখন আমি রসূলুল্লাহ (স)এর কাছে আসলাম। আমি বললামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার হাতটি বাড়িয়ে দিন, আমি আপনার কাছে বায়য়াত করি। তখন রসূলুল্লাহ (স) নিজের ডান হাতটি বাড়িয়ে দিলেন, আর আমি তাঁর (স) হাতটি আঁকড়ে

ধরলাম। তিনি (স) বললেন: ইয়া আমর! তোমার কি হল? আমি বললাম: কিছু শর্তারোপ করতে চাই। তিনি (স) বললেন: কি বিষয় শর্তারোপ করতে চাও? আমি বললাম: বিষয়টি হল, আমাকে ক্ষমা করা প্রসঙ্গে। তিনি (স) বললেন: তুমি কি জান না, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যে সমস্ত গোনাহ্ হয়েছে, তা ইসলাম ক্ববুলের কারণে নিঃশেষ হয়ে যায়।"

এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহ) তাঁর সহীহ্ মুসলিমে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাতে ابسط يدك (আপনার হাতটি বাড়িয়ে দিন) এর পরিবর্তে ابسط يمينك (আপনার ডান হাতটি বাড়িয়ে দিন) বর্ণিত হয়েছে।[১০]

এ হাদীস থেকে সুস্পষ্ট হল, বায়য়াতের সময় এক হাত (তথা ডান হাত) দ্বারা মুসাফাহা করাটাই বিধেয়। কেননা, যদি দু' হাত দ্বারাই মুসাফাহা করা জরুরী হয়, তাহ্লে তিনি (স) নিজের দু'টি হাতকেই বাড়াতেন।

এটাই সুস্পষ্ট হল যে, হাদীস অনুযায়ী বায়য়াতের সময় ডান হাত দ্বারাই মুসাফাহা করাটা রীতি ছিল যা বরাবর প্রচলিত ছিল। মুল্লা 'আলী ক্বারী 'মিরকাত শরহে মিশকাত' (২/৮৭ পৃ:)–এ হাদীসটি প্রসঙ্গে লিখেছেন:

(ابسط يمينك) أي افتحها ومدها لأضع يميني عليها كما هو العادة في البيعة

"(আপনি ডান হাতটি বাড়ান) এর অর্থ হল – আমি আমার ডান হাতটি আপনার ডান হাতের উপর রাখব, যা বায়য়াতের রীতি।"

যখন হাদীসটি থেকে প্রমাণিত হল, বায়য়াতের সময় এক হাত (অর্থাৎ ডান হাত) দ্বারা দ্বারা মুসাফাহা করাটা নিয়ম। সুতরাং তাঁর সাথে সাক্ষাতের ক্ষেত্রেও এক হাতেই (অর্থাৎ ডান হাতেই) মুসাফাহা করা নিয়ম হওয়া প্রমাণিত হয়। এই দু'টি মুসাফাহা'র বৈশিষ্ট্যগত দিকে থেকে শরী'য়াতের মধ্যে কোন পার্থক্য প্রমাণিত নেই। كما تقدم بيانه (যেভাবে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে)।

দলীল ৪ ৫

মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল (৫/৬৮ পৃ:)–এ বর্ণিত হয়েছে:

حدثنا عبد الله ، حدثني ابي ، ثنا ابو سعيد وعفان ، قالاثنا ربيعة بن كلثوم ، حدثني ابي ، قال سمعت ابا غادية يقول: بايعت رسول الله ﷺ ، قال ابو سعيد : فقلت له : بيمينك قال : نعم ، قالا جميعا في الحديث : وخطبنا رسول الله ﷺ يوم العقبة —

---

[১০]. সহীহ মুসলিম ১/৭৬ পৃ: باب كون الاسلام يهد قبله وكذا الحج والهجرة ; মিরকাতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ ১/২৫ (দেওবন্দ ৪ মাকতাবাহ আশরাফিয়াহ)।

"রবী'য়াহ বিন কুলসুম বলেন: আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি: আমি আবূ গাদিয়াহ থেকে শুনেছি, তিনি বলেছিলেন: আমি রসূলুল্লাহ (স)এর সাথে বায়য়াত করা প্রসঙ্গে আবূ গাদীয়াহকে বললাম: আপনি কি ডান হাতে রসূলুল্লাহ (স)এর কাছে বায়য়াত করেছিলেন? তিনি (রা) বললেন: হাঁ।"

এ বর্ণনাটি সহীহ এবং এর সমস্ত বর্ণনাকারীই সিক্বাহ (নির্ভরযোগ্য)।

এ বর্ণনাটির দ্বারাও বায়য়াতের সময় এক হাত (তথা ডান হাত দ্বারা) মুসাফাহা করাটা নিয়ম হওয়া সুস্পষ্ট হয়েছে। সুতরাং এ হাদীসটির মাধ্যমেও সাক্ষাতের ক্ষেত্রে মুসাফাহা করাটা এক হাত (বা ডান হাত) দ্বারা নিয়ম হওয়াটা প্রমাণিত হয়।

দলীল ঃ ৬

সহীহ বুখারীতে 'আব্দুল্লাহ বিন 'উমার (রা) বর্ণনা করেন:

وكانت بيعة الرضوان بعد ماذهب عثمان الي مكة ، فقال رسول الله ﷺ بيده اليمني ، هذه يد عثمان ، فضرب بها علي يده، فقال هذه لعثمان ـــ

"উসমান (রা) মক্কাতে যাওয়ার পর বায়য়াতে.রেদওয়ান সংঘটিত হয়। তখন রসূলুল্লাহ (স) নিজের ডান হাতের দিকে ইশারা করে বললেন: আমার এ ডান হাত 'উসমানের হাত। অতঃপর তিনি তাঁর ডান হাতকে নিজের অন্য হাতটির উপর মারলেন এবং বললেন: এ বায়য়াত 'উসমানের জন্য।"[১১]

এ হাদীস দ্বারাও এক হাত দ্বারা মুসাফাহা করা নিয়ম হওয়াটা প্রমাণিত হয়। .....

দলীল ঃ ৭ মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল (৩/৪৯১ পৃ:)–এ বর্ণিত হয়েছে:

عن حبان ابي النضر ، قال : دخلت مع واثلة بن الاسقع علي أبي الاسود الجرشي في مرضه الذي مات فيه ، فسلم عليه وجلس ، فأخذ ابو الاسود يمين واثلة ، فمسح بها عينيه ووجهه لبيعة بها رسول ﷺ ـــ

"হিব্বান বলেন: আমি ওয়াসিলাহ'র সাথে আবুল আসওয়াদের কাছে তাঁর মৃত্যু শয্যায় যায়। ওয়াসিলাহ তাঁকে সালাম করলেন এবং বসলেন। আবুল আসওয়াদ (রহ) ওয়াসিলাহ'র ডান হাত আঁকড়ে ধরেন এবং নিজের দু' চোখ ও মুখে লাগান। কেননা ওয়াসিলাহ তাঁর ডান হাত দ্বারা রসূলুল্লাহ (স)এর বায়য়াত করেছিলেন।"

---

[১১]. সহীহ বুখারী – কিতাবুল মানাক্বিব باب مناقب عثمان رضـــ।

এ বর্ণনার দ্বারাও ডান হাতে বায়য়াতের মুসাফাহা করার নিয়ম প্রমাণিত হয়। সুতরাং এ দ্বারা সাক্ষাতের মুসাফাহা করাও এক হাতে হওয়াটা সুস্পষ্ট হয়।

দলীল ৪ ৮

সহীহ আবূ 'আওওয়ানাহ–এ বর্ণিত হয়েছে:

حدثنا اسحق بن يسار ، قال : حدثنا عبيد الله ، قال انباسفين ، عن زياد بن علاقة ، قال ، سمعت جريراً يحدث حين مات المغيرة بن شعبة خطب الناس فقال ، اوصيكم بتقوي الله وحده لاشريك له والسكينة والوقار ، فاني بايعت رسول الله ﷺ بيدي هذه علي الاسلام ، واشترط علي النصح لكل مسلم ، فورب الكعبة اني لكم ناصح اجمعين ، واستغفر ونزل — [১২]

"যিয়াদ বিন 'আলাক্বাহ বর্ণনা করেন: যখন মুগীরাহ বিন শু'বাহ মারা যান, তখন জারীর (রা) খুতবা দিলেন এবং বললেন: (হে লোকেরা!) আমি তোমাদেরকে একক ও শরীকবিহীন আল্লাহকে ভয় করার এবং দৃঢ় ও উজ্জ্বল থাকার অসিয়াত করছি। আমি রসূলুল্লাহ (স)এর সাথে এই এক হাত দ্বারা ইসলামের উপর বায়য়াত হই। আর রসূলুল্লাহ (স) আমাকে প্রত্যেক মুসলিমের কল্যাণ কামণার শর্তারোপ করেন। সুতরাং, ক্বাবার রবের ক্বসম! আমি তোমাদের কল্যাণকামী। অতঃপর ইস্তিগফার করলেন ও নামলেন।"

এ বর্ণনা দ্বারাও এক হাতে মুসাফাহা করার পদ্ধতি সুস্পষ্ট হয়।

দলীল ৪ ৯

সুনানে ইবনে মাজাহ-তে বর্ণিত হয়েছে:

عن عقبة بن صهبان ، قال : سمعت عثمان بن عفان ، يقول : ماتغنيت ولاتمنيت ولامسست ذكري منذ بايعت بها رسول الله ﷺ —

"উক্ববাহ বিন সুহবান বর্ণনা করেন: আমি 'উসমান (রা)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: যখন আমি রসূলুল্লাহ (স)এর বায়য়াত করি তখন থেকে আমি কখনো

---

[১২]. মুসনাদে আহমাদ (৪/৩৬১ পৃ:)–এ হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير ا بقول حين مات المغيرة واستعمل قرابته يخطب فقام جرير فقال اوصيكم بتقوي الله وحده لا شريك له وان تسمعوا وتطيعوا حتي ياتيكم امير استغفر وللمغيرة بن شعبة غفر الله تعالي له فانه كان يحب العاقبة اما بعد فاني اتيت رسول الله ﷺ ابايعه بيدي هذه علي الاسلام فاشترط علي النصح فورب هذا المسجد اني لكم ناصح —

গান গাইনি, মিথ্যা কথাও বলিনি এবং আমি ডান হাতে আমার জননেন্দ্রীয় স্পর্শ করিনি।"[১৩]

এই হাদীস দ্বারাও সাক্ষাতের সময় এক হাতে তথা ডান হাতে মুসাফাহা করার পদ্ধতি সুস্পষ্ট হয়।

দলীল ঃ ১০

কানযুল 'উম্মালে (১/৮২ পৃ:) বর্ণিত হয়েছে:

عن انس قال : بايعت النبي ﷺ بيدي هذه على السمع والطاعة فيما استطعت — (ابن جريج)

"আনাস (রা) বলেন: আমি রসূলুল্লাহ (স)এর কাছে এই এক হাতে নিজের সাধ্যমত শ্রবণ ও আনুগত্যের বায়য়াত করি।" [ইবনে জারীর][১৪]

এ বর্ণনা দ্বারাও এক হাতে সাক্ষাতের ক্ষেত্রে মুসাফাহা করার পদ্ধতি সুস্পষ্ট হয়।

দলীল ঃ ১১

কানযুল 'উম্মালে (১/২৮৬ পৃ:) বর্ণিত হয়েছে:

عن عبد الله بن حكيم قال : بايعت عمر بيدي هذه علي السمع والطاعة فيما استطعت — (ابن سعد)

"আব্দুল্লাহ বিন হাকীম বর্ণনা করেন: আমি 'উমার (রা)এর কাছে আমার **এই** এক হাত দ্বারা নিজের সাধ্যমত শ্রবণ ও আনুগত্যের বায়য়াত করি।" [**ইবনে** সা'দ]

এ বর্ণনা থেকেও বায়য়াতের সময় এক হাত দ্বারা মুসাফাহা করার পদ্ধতি স্পষ্ট হয়। এ থেকে সাক্ষাতের সময়ও এক হাতে মুসাফাহা করার পদ্ধতি প্রমাণিত হয়।

উল্লেখ্য ১০ ও ১১ নং বর্ণনাতে যদিও ডান হাত শব্দটি উল্লেখ নেই, কিন্তু পূর্বোক্ত বর্ণনানুযায়ী উক্ত দু'টি বর্ণনাতেও হাত বলতে ডান হাত অর্থ

---

[১৩]. **য'য়ীফ** ঃ ইবনে মাজাহ – কিতাবুত তাহারাতি ওয়া সুনানিহা باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين। আলবানী হাদীসটিকে অত্যন্ত য'য়ীফ বলেছেন [তাহক্বীক্বকৃত **ইবনে** মাজাহ (রিয়াদ ঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ) হা/৩১১]। [অনুবাদক]

[১৪]. আহমাদ তাঁর মুসনাদেও (৩/১৭২ পৃ:) আনাস বিন মালিক (রা)এর সনদে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (রা) বলেন:

بايعت رسول الله ﷺ بيدي هذه يعني اليمني على السمع والطاعة فيما استطعت.

হবে।[১৫] বায়য়াতে মুসাফাহা এক হাতে হওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে আরো অনেক মারফূ' ও মাওকুফ বর্ণনা আছে। তবে যে সমস্ত বর্ণনার উল্লেখ করা হয়েছে তা আলোচ্য উদ্দেশ্যে পূরণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ও ব্যাপক।

দলীল ঃ ১২

আত-তারগীব ওয়াত-তারহীবে বর্ণিত হয়েছে:

عن سلمان الفارسي عن النبي ﷺ قال : ان المسلم اذا لقي اخاه فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنو بهما كما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف (١٦) رواه الطبراني باسناد حسن —

"সালমা ফারসী (রা) বলেন: রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন: এক মুসলিম যখন অন্য মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তার সাথে মুসাফাহা করে, তখন তাদের গুনাহ ঝরে যায়। যেমনিভাবে গ্রীষ্মকালে বৃক্ষের শুকনা পাতা প্রচন্ড ঝড়ে খসে পড়ে। আর তাদের গুনাহ ক্ষমা করা হয়, যদিও তা সমুদ্রের ফেনাপুঞ্জের সমান হয়।" [তাবারানী – এর সনদ হাসান][১৭]

এ হাদীস দ্বারাও এক হাতে মুসাফাহা করার পদ্ধতি সুস্পষ্ট হয়। কেননা এখানে يد শব্দটি একবচন। যা একক সত্ত্বার পক্ষে (অর্থাৎ একটি হাতের) দলীল হয়।

উল্লেখ্য যে, মুসাফাহা সংশ্লিষ্ট সমস্ত হাদীসে يد শব্দটি বর্ণিত হয়েছে যা একবচনে প্রকাশিত। মুসাফাহা'র কোন হাদীসেই يد শব্দটি দ্বিবচন (يدين) ব্যবহৃত হয় নি – ومن ادعي خلافه فعليه البيان। সুতরাং এ জাতীয় সমস্ত হাদীস এক হাতে মুসাফাহা হওয়াটা প্রমাণ করে।

---

১৫. ১০ নং দলীলটি মুসনাদে আহমাদেও (৩/১৭২ পৃ:) বর্ণিত হয়েছে। সেখানে ডান হাত কথাটিও এসেছে।

১৬. অতঃপর এ বাক্যও আছে যে :

والاغفرلهما ولو كانت ذنوبهما مثل زيد البحر طبراني بحواله مجمع الزوائد ج٨ صـــ ٣٧ باب المصافة والسلام ونحو ذلك ــــ

১৭. হায়শামী (রহ) তাঁর 'আল-মাজমু' (৮/৩৭)-এ বলেন: হাদীসটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ কেবল সালিম বিন গায়লান ছাড়া, আর সেও সিক্বাহ। তবে মুহাম্মাদ তামির হাদীসটিকে অত্যান্ত য'য়ীফ (ضعيف جدا) বলেছেন। [মুহাম্মাদ তামীর, তাহক্বীক্বকৃত আত-তারগীব ওয়াত-তারগীব (মিশর ঃ দার ইবনে রজব) ৩/৪০১২ নং পৃ: ২৬৬] (অনুবাদক)

জ্ঞাতব্যঃ উভয় হাতে মুসাফাহা'র দাবীদারগণ এ সমস্ত হাদীসের জবাবে বলেন: "يَد শব্দটি ইসমে জিন্‌স। যা কম ও বেশী সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সুতরাং এ জাতীয় হাদীসগুলো যেখানে يد শব্দটি একবচনে ব্যবহৃত হয়েছে, তা একহাতে মুসাফাহা'র পদ্ধতির পক্ষে দলীল হয় না।"

অনেকে উক্ত এর জবাবে দু'টি বিষয় উপস্থাপন করেন। (১) মুসাফাহা কেবল এক হাতেই। (২) দুই হাত দ্বারা মুসাফাহা'র পদ্ধতি নেই। অথচ দলীল দ্বারা উভয় দাবী কখনই প্রমাণিত নয়।

অনেকে এ দাবীও করেন যে, উভয়টিই প্রমাণিত – একবচনের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট নয়। কেননা জিন্‌স এর সম্পর্ক একবচন ও বহুবচন উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

উপরোক্ত আলোচনার তিনটি জবাব রয়েছে:

প্রথম জবাবঃ যখন এ লোকেরা মুসাফাহা সংশ্লিষ্ট হাদীসে ব্যবহৃত يد শব্দটিকে ইসমে জিন্‌স হিসাবে চিহ্নিত করে এ দাবী করেন যে, এ সমস্ত হাদীসগুলো দ্বারা উভয় মুসাফাহা-ই (অর্থাৎ এক হাতে এবং উভয় হাতে) প্রমাণিত হয়। তখন তাদের দাবী: "এক হাতে মুসাফাহা করাটা নিয়ম বহির্ভূত বা নাজায়েয" – বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত হয়।

বাকী থাকল এই দাবী : "এ জাতীয় হাদীসগুলোতে এক হাত দ্বারা মুসাফাহা'র পদ্বতি প্রমাণিত হয় না।" – এ দাবীও সহীহ নয়। এটা পরবর্তী দ্বিতীয় ও তৃতীয় জবাবে সুস্পষ্ট হবে।

দ্বিতীয় জবাবঃ এ জাতীয় হাদীসে يد শব্দটি দ্বারা জিন্‌স অর্থ নেয়া অগ্রহণযোগ্য। কেননা এ সমস্ত হাদীসে يد শব্দটি معرف باللام বা مضاف হয়েছে। সুতরাং আমরা বলব الف এবং لام হল عهد خارجي এর জন্য। আর এভাবে اضافت-ও। আর معهود "ডান হাত" হয়। যেভাবে পূর্ববর্তী হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়। তাছাড়াও عهد استقامت এর জন্য الف এবং لام স্থির করা সঠিক নয়। কেননা الف এবং لام –ই প্রকৃত عهد।

তৃতীয় জবাবঃ যদি ধরেও নেয়া হয় যে, ঐ সমস্ত হাদীসে ব্যবহৃত يد শব্দ যা معرف باللام বা مضاف হয়েছে, সেক্ষেত্রে الف এবং لام এর ব্যবহার اضافت عهد –এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এক্ষেত্রেও ঐ সমস্ত হাদীসসমূহে يد শব্দটি ডান হাতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সুনির্দিষ্ট হয়। কেননা বায়য়াতের মুসাফাহা'র ক্ষেত্রে ডান হাতের ব্যবহারে অসংখ্য হাদীসে এসেছে। আর

বায়য়াতের মুসাফাহা ও মুলাক্বাতের (সাক্ষাতের) মুসাফাহা উভয়ের দাবী একই – كمامر । তাছাড়া মুলাক্বাত বা সাক্ষাতের মুসাফাহা ডান হাতের হবার প্রমাণ পূর্বেই বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং ঐ সমস্ত হাদীসে يد শব্দ দ্বারা উভয় হাত অর্থ নেয়, কিংবা বাম হাত অর্থ নেয় সঠিক নয়। এমনকি قطع يد (হাত কাটা) সম্পর্কীত অধিকাংশ হাদীসেও يد শব্দ مضاف বা معرف باللام হয়েছে। যেমন–

لاتقطع يد السارق ــ [متفقٌ عليه][১৮]

لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ــ [متفق عليه][১৯]

لا يقطع اليد الا في الدينار [طحاوي][২০]

كان يقطع اليد علي عهد رسول الله ﷺ في عشرة دراهم [مسند امام ابو حنيفه][২১]

নিঃসন্দেহে উক্ত হাদীসগুলোতে يد শব্দটি ডান হাতে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উভয় হাত কিংবা বাম হাত উদ্দেশ্য নেয়া কখনোই সঠিক নয়। আর এক্ষেত্রে কোন কারণই নেই। এমনকি কিছু হাদীসে হাত কাটার ক্ষেত্রে ডান হাতের ব্যাখ্যা এসেছে। তাছাড়া ইবনে মাস'উদের ক্বিরাআতে فاقطعوا ايمانهما বর্ণিত হয়েছে।

সালমান (রা)এর বর্ণিত হাদীসে এবং ঐ সমস্ত হাদীস যেখানে يد শব্দটি معرف باللام বা مضاف হয়েছে, তা দ্বারা এক হাতে মুসাফাহা'র পদ্ধতি প্রমাণিত হয়। আর ঐ সমস্ত হাদীস দ্বারা উভয় হাতে মুসাফাহা করার পদ্ধতির দাবী করা অজ্ঞতা ও গোড়ামীর পরিচয় বহন করে।

দলীল ঃ ১৩ জামে' তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে:

---

[১৮]. সহীহ বুখারী – باب قول الله والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ; সহীহ মুসলিম– باب حد السرقة ونصابها ।

[১৯]. সহীহ বুখারী – باب قول الله والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ; সহীহ মুসলিম– باب حد السرقة ونصابها ।

[২০]. শরহে মা'আনিল আসার – باب المقدار الذي يقطع فيه السارق ।

[২১]. শরহে মুসনাদে আবী হানিফাহ পৃ: ৪৩৮ (মাতবু'আহ দারুল কুতুব আল–'ইলমিয়াহ)

عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله ﷺ : ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الاغفر لهماقبل ان يفرقا ــ قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب (٢٢)

"বারা বিন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন: যখন দু' জন মুসলিম পরস্পর সাক্ষাত করে ও মুসাফাহা করে – তারা পৃথক হবার পূর্বেই তাদের উভয়ের গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়।" ইমাম তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান গরীব।[২৩]

এ হাদীসটিতে এবং এছাড়াও ঐ সমস্ত হাদীস যেখানে মুসাফাহা'র কথা এসেছে[২৪] এবং يد ও كف এর ব্যাখ্যা নেই – সেগুলো দ্বারা এক হাতে মুসাফাহা প্রমাণিত হয়। এ সমস্ত হাদীস দ্বারা দু' হাতে মুসাফাহা করা প্রমাণিত হয় না। এ ব্যাপারে অভিধানবিদ এবং হাদীসের ব্যাখ্যাকারীগণ মুসাফাহা'র ক্ষেত্রে সে মতই ব্যক্ত করেন যা হাদীস অনুসারীদের মধ্যে প্রচলিত আছে। এখন মুসাফাহা'র (আভিধানিক) অর্থ দেখুন:

অভিধানবিদ মুরতাযা যুবায়দী হানাফী "তাজুল 'উরূস শরহে কামুস"-এ লিখেছেন:

---

[২২]. মুসনাদে আহমাদে হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে : ما من مسلمين يلتقيان فيسلم احدهما علي صاحب وياخذ الا لله عزوجل لايتفر فان حتي يفقرلهما ।

[২৩]. **সহীহ** ঃ আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আবূ দাউদ, মিশকাত [ঢাকা ঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী] ৯/৪৪৭৪ নং। আলবানী (রহ) আবূ দাউদে বর্ণিত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন [তাহক্বীক্বকৃত মিশকাত (বৈরুত ঃ আল-মাকতাবা আল-ইসলামী) ৩/১৩২৭ পৃঃ। [অনুঃ]

[২৪]. এ মর্মে দু'টি হাদীস আছে :

(١) عن انس عن النبي مامن ﷺ عبدين متحابين في الله يستقبل احدهما صاحبه فيصافحه فيصليان علي النبي ﷺ الا لم يتفرقا حتي تغفر ذنوبهما ماتقدم منها وماتاخر ــ (ابن انسي)

"আনাস (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ যখন আল্লাহর জন্যে ভালবাসায় আবদ্ধ দু'জন বান্দা পরস্পরের সাক্ষাতে মুসাফাহ করে এবং নবী (স)এর প্রতি দরুদ পৌঁছায় – তারা পৃথক হবার পূর্বেই তাদের আগের ও পরের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

(٢) عن حذيفة بن اليمان ﷺ عن النبي ﷺ قال الن المؤمن اذا لقي المؤمن فسلم عليه واخذ بيده فصافحة تناثرت خطايا هما كما يتناثرورق الشجر ــ (ترغيب، طبراني بحواله مجمع الزوائد ج٨ باب المصافحة والسلام)

"হুযায়ফাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স) বলেন: একজন মু'মিন যখন অপর মু'মিনের সাথে সাক্ষাৎ করে, তাকে সালাম করে এবং তার হাত ধরে মুসাফাহ করে। তখন দু'জনের গুনাহ সেভাবে ঝড়ে যায়, যেভাবে গাছের পাতা ঝড়ে যায়।"

الرجل يصافح الرجل اذا وضع صف صفح كفه في صفح كفه وصفحا كفيهما وجهاهما، ومنه حديث المصافحة عند اللقاء وهي مفاعلة (من الصفح، وهو) من الصاق الكف بالكف ، واقبال الوجه علي الوجه ، كذافي اللسان ، التهذيب، فلا يلتفت الي من زعم ان المصافحة غير عربي — انتهي

"যখন মানুষ নিজের হাতের তলা (বা তালু) অপর মানুষের হাতের তলায় স্থাপন করে এবং উভয়ের হাতের তলা মিলিত হয় এবং উভয়ে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে পড়ে সেই অবস্থাকেই বলা হয়, এক মানুষ অপর মানুষের সাথে মুসাফাহা করছে। এ থেকেই পরস্পরের সাক্ষাৎকালে মুসাফাহার হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এটি (সফহ শব্দের) মুফা'আলা ওজনে (বাবে) বুৎপত্তিসিদ্ধ হয়েছে – যার অর্থ হল, এক হাতের তলার সাথে অপর হাতের তলাকে আঁকড়িয়ে ধরা এবং পরস্পর মুখোমুখ হওয়া। এভাবে লিসানুল আরব, (যমখশরীর) আসাস এবং তাহযীবে প্রভৃতি অভিধানে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং যে মনে করে যে মুসাফাহা শব্দটি আরবী নয় তার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাবে না।"

মোল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহ) 'মিরক্বাত শরহে মিশকাতে' লিখেছেন:

المصافحة هي الافضاء بصفحة اليد الي صفحة اليد-

"প্রসারিত হাতের তলায (তালুতে) অপর হাতের তলা (তালু) ধারণ করাকে মুসাফাহা বলে।"[২৫]

হাফিয ইবনে হাজার (রহ) ফতহুল বারীতে লিখেছেন:

هي مفاعلة من الصفحة، والمراد بها الافضاء بصفحة اليد الي صفحة اليد

"সফহ হতে মুফা'আলার ওজনে বুৎপত্তিসিদ্ধ হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে – এক হাতের তলা দিয়ে অপর হাতের তলঅ আঁকড়িয়ে ধরা।"[২৬]

ইবনে আসির 'নিহায়াহ'-তে লিখেছেন:

ومنه حديث المصافحة عند اللقاء ، وهي مفاعلة من الصاق صفح الكف بالكف ، واقبال الوجه علي والوجه

"সাক্ষাতের সময় মুসাফাহার হাদীস – এটি মুফা'আলার ওজনে গঠিত। এর তাৎপর্য হচ্ছে এক হাতের তলাকে অপর হাতের তলার সাথে মিলিত করা এবং পরস্পরের মুখোমুখি হওয়া।"

---

২৫. মিরকাতুল মাফাতীহ ৯/৭৪ পৃ: (দেওবন্দ ঃ মাকতাবাহ আশরাফিয়াহ)।

২৬. ফতহুল বারী ১১/৪৬ পৃ: (مكتبه الفهيم منو)

উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলো থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, মুসাফাহা অর্থ হল – হাতের তালুর সাথে তালু মেলানো। সুতরাং এ থেকে সুস্পষ্ট হয় যে – হাতের পিঠের সাথে হাতের পিঠ বা হাতের বহিরাংশের পিঠের সাথে ভিতরের তালু মেলানোকে মুসাফাহ বলে না।

যখন তুমি মুসাফাহা'র অর্থ বুঝতে পেরেছ, তখন শোন – হাদীসের অনুসারীদের নিকট এর সত্যতা সুস্পষ্ট। বাকী থাকলো উভয় হাতে মুসাফাহ করা। এর দু'টি পদ্ধতি আছে –

এক ডান হাতের পাঞ্জার তালু বা পেট ডান হাতের পাঞ্জার তালুর সাথে মেলানো এবং مصافحين (উভয় হাতে মুসাফাহা)এর ক্ষেত্রে প্রত্যেকে নিজের বাম হাতের পাঞ্জার তালু বা পেট অন্যের ডান হাতের পাঞ্জার পিঠের সাথে মেলায়। এই ধরণের মুসাফাহ বর্তমানে অধিকাংশ হানাফীদের মধ্যে প্রচলিত আছে। এর প্রমাণে ইবনে মাস'উদ (রা) এর নিম্নবর্ণিত বর্ণনাটি উপস্থাপন করা হয়ে ঃ

علمني النبي ﷺ وكفي بين كفيه التشهد

(সহীহ বুখারী– কিতাবুল ইস্তিযান, باب الاخذ باليدين)

দুই ডান হাতের পাঞ্জার তালু বা পেট ডান হাতের পাঞ্জার পেটের সাথে এবং বাম হাতের তালু পেট বাম হাতের তালু বা পেটের সাথে মেলানো। আর এই পদ্ধতির مصافحين (উভয় হাতে মুসাফাহা)এর ক্ষেত্রে উভয় হাত কাঁচির ন্যায় আড়াআড়ি হয়। এই পদ্ধতিও কোন কোন হানাফীর মধ্যে প্রচলিত আছে।

এই দু'টি পদ্ধতির প্রথমটির মধ্যে কেবল ডান হাতের পাঞ্জার পেট বা তালুকে ডান হাতের পেটের সাথে মেলানোর পদ্ধতিটির অর্থগত সত্যতা আছে। বাম হাতের 'আমলটি অতিরিক্ত। যার সাথে মুসাফাহা'র কোন সম্পর্ক নেই।

বাকী থাকল দ্বিতীয় পদ্ধতিটি – প্রথম পদ্ধতিটির পক্ষে দাবীকৃত দলীলটি এ পদ্ধতিটিকে বাতিল করে। তাছাড়া কাঁচির ন্যায় আড়াআড়ি পদ্ধতির মুসাফাহা একটি মুসাফাহা নয় বরং দু'টি মুসাফাহা। কেননা ডান হাতের পেট ডান হাতের পেটের সাথে মিলেছে। আর মুসাফাহা'র সংগাকেও বাস্তবায়ন করেছে।

(الافضاء بصفحة اليد الي صفحة اليد)

একারণে এটি একটি মুসাফাহা হল। আবার বাম হাতের পাঞ্জার পেট বাম হাতের পাঞ্জার পেটের সাথে মিলেছে। এক্ষেত্রেও মুসাফাহা'র সংগাকে বাস্তবায়ন করে। সুতরাং এটিও একটি মাসাফাহ। একারণে উভয় হাতে কাঁচির ন্যায় আড়াআড়ি পদ্ধতির মুসাফাহা নিশ্চিতভাবে দু'টি মুসাফাহা হয়। অবশ্য অভিধানবিদগণ মুসাফাহা'র যে অর্থ করেছেন শরি'য়াতের প্রবর্তক এর ভিন্ন কোন অর্থ করেন নাই। অবশ্য শরি'য়াতের প্রবর্তক ডান হাতে মুসাফাহা করাকে সুনির্দিষ্ট করেছেন। যা পূর্বে বর্ণিত রেওয়ায়াতগুলোতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং উদ্ভাবিত উভয় হাতে কাঁচির ন্যায় মুসাফাহা করা অর্থহীন বরং খামোখা। এর মধ্যে আসল মুসাফাহা সেটিই যা ডান হাতে পাঞ্জার তালুর সাথে ডান হাতের পাঞ্জার তালু মেলানো হয়।.....

আমরা এক হাতে মুসাফাহা'র সুন্নাত প্রমাণে তেরটি দলীল উপস্থাপন করেছি। এছাড়া আরো অনেক দলীল আছে। কিন্তু এগুলোই প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।....[২৭]

উভয় হাতে মুসাফাহা করার দলীলের জবাব

প্রথম দলীল সহীহাইনে ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ

علمني النبي وكفي بين كفيه التشهد

"রসূলুল্লাহ (স) আমাকে তাশাহুদ শিক্ষা দিলেন – সে অবস্থায় আমার হাতের তালু তাঁর (স) দু' হাতের মধ্যে ছিল।"[২৮]

জবাব ঃ ইবনে মাস'উদের (রা) বাক্য وكفي بين كفيه التشهد এর كفي শব্দটি দ্বারা সুস্পষ্ট হয় যে, একটি হাতে পাতা। সুতরাং হাদীসটির দাবী হল, তাশাহুদ তা'লিম নেয়ার সময় ইবনে মাস'উদ (রা)এর হাতের পাতা রসূলুল্লাহ (স)এর দু'টি হাতের পাতার মধ্যে ছিল। কেননা كفي –এ ব্যবহৃত كف শব্দটি مفرد। আর مفرد সর্বদা واحد এর দলীল হয়।

---

[২৭]. অতঃপর সম্মানিত লেখক ডান হাতে মুসাফাহা করার সমর্থনে বিভিন্ন ফক্বীহদের বক্তব্যে উপস্থাপন করেছেন। আমরা সংক্ষিপ্ত করার স্বার্থে তা উল্লেখ করলাম না। যারা বাংলা ভাষায় এ সম্পর্কে ফক্বীহদের মতামত জানতে চান তারা আব্দুল্লাহ আল কাফী (রহ) লিখিত "মুসাফাহা দক্ষিণ হস্তে, না উভয় হস্তে?" পুস্তিকাটি দেখে নিতে পারেন।

[২৮]. সহীহ বুখারী – باب الأخذ باليدين

তাছাড়া রসূলুল্লাহ (স)এর ক্ষেত্রে كف এর সিগা তাসনিয়াহ (দ্বিবচন) এবং নিজের ক্ষেত্রে كف সিগা মুফরাদ (একবচন) ব্যবহার দ্বারা সুস্পষ্ট হয় كفي শব্দটি দ্বারা ইবনে মাস'উদের এক হাতের পাতা ব্যক্ত করাই উদ্দেশ্য।

লক্ষ্যণীয় যে, ইবনে মাস'উদের দু' হাতের পাতা যদি রসূলুল্লাহ (স)এর দু'টি মুবারক হাতের পাতার মধ্যে থাকতো, তাহলে তিনি অবশ্যই তা উল্লেখ করতেন। অর্থাৎ অত্যন্ত গুরুত্ব ও আগ্রহের সাথে বরং গর্বের সাথে উল্লেখ করতেন: كفاي بين كفيه "আমার দু'টি হাতের পাতা রসূলুল্লাহ (স)এর দু'টি হাতের পাতার মধ্যে ছিল।" সেক্ষেত্রে وكفي بين كفيه বলার কোন অবস্থাই থাকে না।....

সুতরাং যখন বুঝা গেল, ইবনে মাস'উদের আলোচ্য বাক্যে كفي দ্বারা এক হাতের পাতা উদ্দেশ্য এবং ইবনে মাস'উদের একটি হাতের পাতা রসূলুল্লাহ (স)এর দু'টি হাতের পাতার মধ্যে ছিল। সুতরাং সুস্পষ্ট হল, উক্ত হাদীসটি দু' হাতে মুসাফাহা'র দাবীদারদের জন্যে দলীল হয় না। কেননা তারা এভাবে মুসাফাহা করে না। বরং তাদের দাবী হল, উভয় ব্যক্তির পক্ষ থেকে পরস্পরের দু' হাতের পাতা (মোট চার হাত) মেলানো। অথচ হাদীসটি থেকে প্রমাণিত বিষয় হল – এক জনের একটি হাতের পাতা অপরের দু'টি হাতের পাতার সাথে মেলান।

দ্বিতীয় জবাবঃ যদি ধরে নেওয়া হয় যে, ইবনে মাস'উদের বাক্যে كفي শব্দটি দ্বারা তাঁর এক হাতের অর্থ হবে না, বরং তাঁর উভয় হাতের পাতা উদ্দেশ্য। সেক্ষেত্রে كفي بين كفيه এর দাবী হবে ইবনে মাস'উদের দু'টি হাতের পাতা নবী (স)এর দু'টি হাতের পাতার মাঝে ছিল। যা ভিন্ন এক রকম.... (কেননা প্রচলিত নিয়মে একজনের উভয় হাত অপর ব্যক্তির উভয় হাতের পাতার মধ্যে থাকে না। বরং উভয়ের একটি হাতের পাতা অপর ব্যক্তির হাতের পাতার ভিতরে থাকে এবং অপর হাতের পাতা বাইরে থাকে।)

কিন্তু যে লোকেরা দু' হাত দ্বারা মুসাফাহা করার দাবীদার তারা এভাবে মুসাফাহা করে না। সুতরাং এ দলীলটি তাদের দাবীকে সমর্থন করে না। আর যা সমর্থন করে, তারা তা পালন করে না।....

দ্বিতীয় দলীল ঃ

عن الحكم قال : سمعت اب جحيفة قال : خرج رسول الله ﷺ بالهاجرة الي البطحاء ، فتوضأ ، ثم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين عترة قال شعبة : وزاد في عون عن

أبيه جحيفة قال : كان تمر من ورائها المرأة ، وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بهما وجوههم ، قال : فأخذت بيده فوضعتها علي وجهي ، فاذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك ـــ رواه البخاري ([২৯])

"হাকিম বলেন: আমি আবূ জাহিফাহ'র কাছ থেকে শুনেছি: রসূলুল্লাহ (স) দুপুরে বাতহা'র (খোলা ময়দানের) উদ্দেশ্যে বের হলেন। অতঃপর অযু করলেন এবং যোহরের দু' রাক'আত সালাত এবং 'আসরের দু' রাক'আত সালাত পড়লেন। তখন তার সামনে খুটি ছিল এবং তার বাইরে দিয়ে নারীরা যাচ্ছিল। অতঃপর লোকেরা দাঁড়িয়ে গেল এবং রসূলুল্লাহ (স)এর দু'টি হাত ধরে নিজেদের মুখমন্ডলে স্পর্শ করাতে থাকল। আবূ হুযায়ফাহ (রা) বলেন: আমি রসূলুল্লাহ (স)এর হাত ধরলাম এবং তা নিজের মুখে রাখলাম – যা বরফের চেয়েও বেশী ঠান্ডা এবং মেশকের চেয়েও বেশী সুগন্ধি যুক্ত ছিল। (বুখারী)

জবাব ঃ এ হাদীসের সাথে মুসাফাহা'র কোন সম্পর্ক নেই। হাদীসটি থেকে বড় জোর একথাই প্রমাণিত হয় যে, সাহাবাগণ (রা) জোহর ও আসরের সালাত একত্রে আদায় শেষে বরকত লাভের উদ্দেশ্যে নবী (স)এর বরফের ন্যায় ঠান্ডা ও মেশকের চেয়ে বেশী সুগন্ধিযুক্ত হাত ধরে তাদের মুখে স্পর্শ করছিলেন। যে লোকেরা এ বিষয়টিকে মুসাফাহা মনে করেন তাদের ধারণাই বাতিল। তারা কি এটাও লক্ষ্য করে না, মুসাফাহা'র এটা কোন সময় ছিল?

তৃতীয় দলীল ঃ

عن أبي امامة قال : قال رسول الله ﷺ : اذا تصافح المسلمان لم تفرق أكفهما حتي يغفر لهما ـــ رواه الطبراني

"আবূ উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে: রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : যখন দু'জন মুসলিম পরস্পর মুসাফাহা তখন যতক্ষন তারা পৃথক না হয় তাদের উভয়ের জন্য মাগফিরাত করা হতে থাকে।"[৩০]

এ হাদীসের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু أكفهما। দলীলটির স্বপক্ষে আলোচ্য বিষয় হলো: "أكف" এর বহুবচন "كف"। (আরবী) বহুবচন তিন সংখ্যার কম হয় না, বরং তিন বা তিনের চেয়ে বেশী সংখ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

---

[২৯]. সহীহ বুখারী – কিতাবুল মানাক্বিব باب صفة النبي।

[৩০]. তাবারানী সূত্রেঃ মুজমু'য়ায়ে যাওয়ায়িদ ৮/৩৭ পৃঃ باب المصافحة والسلام ونحو ذلك।

সুতরাং "أكفهما " এর অর্থ যখন সঠিক হবে তখন দু' হাতে মুসাফাহা করতে দু'জন মুসাফাহাকারীর উভয় হাত মিলে চার হাতে পরিণত হবে।

আর যদি এক হাতে মুসাফাহা নিয়ম হয়ে থাকে তাহলে "أكفهما " এর পরিবর্তে "كفاهما" দ্বি বচনের সিগা বর্ণিত হত।

এ দলীলের দু'টি জবাব আছে।

প্রথম জবাব ঃ এ হাদীসটি য'য়ীফ, সুতরাং গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লামা 'আযীযী শরহে জামে' সগীরে এ হাদীসটি সম্পর্কে লিখেছেন:

قال الشيخ حديث ضعيف

"শায়খ বলেছেন হাদীসটি য'য়ীফ।"

আব্দুর রউফ মানাভী (রহ) শরহে জামে' সগীরে লিখেছেন:

قال الهيشمي : فيه مهلب بن العلاء لم أفرفه ، وبقية رجاله ثقات

"হায়শামী (রহ) বলেছেন: এ হাদীসের সনদে মুহাল্লাব বিন আল–'আলা ওয়াকি' আছেন। আমি তাকে চিনি না। আর তিনি ছাড়া অন্যান্য রাবী (বর্ণনাকারী) সিক্বাহ।

দ্বিতীয় জবাব: যে লোকেরা আবূ উমামাহর এ হাদীস দ্বারা দু' হাতে মুসাফাহা করার নিয়মের পক্ষে দলীল দেন, তারা বর্ণিত হাদীসের শব্দ "أكفهما" দ্বারা চরম ভাবে ধোকা খেয়েছেন। ফলে অনেক বড় ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছেন। তাদের উদাহরণ হল; যেমন আল্লাহর বাণী : فقد صغت قلوبكما শব্দের "قلوب" এ বহুবচনের সিগা দেখে এ দাবী করা যে – প্রত্যেক ব্যক্তির সিনাতে দু'টি ক্বলব বা দিল থাকে। আর এ দাবীর সমর্থনে তারা উক্ত আয়াত পেশ করা। ঠিক একই ভাবে "أكفهما " আলোচনার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। অর্থাৎ বহুবচনের সম্পর্কে তিনের কম সংখ্যার সাথে নয়। সুতরাং যখন "قلوبكما " এর অর্থ ঠিক হয়ে যাবে তখতো প্রত্যেক ব্যক্তির সিনাতেও দু'টি ক্বলব বা দিল থাকতে হবে। ফলে দু' ব্যক্তি দু'টি করে ক্বলব মিলে চার ক্বলব হয়ে যাবে। যদি প্রত্যেক ব্যক্তির সিনাতে একটি ক্বলব থাকতো তাহলে আল্লাহ তা'আলার বাক্য "قلوبكما " এর বদলে "قلباكما" দ্বি বচনের সিগা ব্যবহৃত হত।

একটু চিন্তা করে দেখুন, উক্ত ব্যক্তিদের আলোচনার দাবী কি প্রমাণিত হতে পারে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির সিনাতে দু'টি ক্বলব আছে? .....

যে লোকেরা "أكفهما" দ্বারা দলীল গ্রহণ করে, তাদের ধোকায় পড়ার কারণ হল, তারা নাহু'র এমন এক মোটা কায়দা থেকে বিস্মৃত হয়েছে যা 'হিদায়াতুন নাহু' প্রভৃতি কিতাবে মজুদ রয়েছে। আর তা হল : যখন দ্বি বচনকে দ্বি বচনের দিকে মুযাফ করতে চায় তখন দ্বি বচনের শব্দ বহুবচনের দ্বারা ব্যাখ্যা করতে হয়।

قال في هداية النهو : واعلم أنه اذا أريد اضافة مثني الي المثني يعبر عن الأول بلفظ الجمع كقوله تعالي : (فقد صغت قلوبكما) و (فاقطعوا أيدهما) انتها -

"হিদায়াতুন নাহবীতে বলা হয়েছে ঃ জেনে রাখ যে, দ্বিবচন শব্দকে অপর দ্বিবচন শব্দের সাথে সম্পর্কীত করতে হলে প্রথমটি বহুবচন রূপে ব্যবহৃত হবে। যেভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:(فقد صغت قلوبكما) সূরা তাহরীম, ৪ আয়াত; (فاقطعوا أيدهما) সূরা মায়িদাহ, ৩৮ আয়াত।" ....[৩১]

চতুর্থ দলীল ঃ নাসারা বা খৃষ্টানগণ এক হাতে মুসাফাহা করে। সুতরাং এক হাতে মুসাফাহা করাতে তাদের সাথে সাদৃশ্যতা সৃষ্টি হয়। অথচ ইয়াহুদী ও নাসারাদের বিপরীত করার হুকুম এসেছে। সুতরাং উভয় হাতে মুসাফাহা করা জরুরী এবং এক হাতে মুসাফাহা করা কখনোই জায়েয নয়।

জবাব ঃ রসূলুল্লাহ (স) থেকে এক হাতে মুসাফাহা করাটা প্রমাণিত। তাছাড়া কোন হাদীস দ্বারাই এক হাতে মুসাফাহা করার ব্যাপারে ইয়াহুদী ও নাসারাদের বিপরীত 'আমল করার কোনই হুকুম নেই। সুতরাং এক হাতে মুসাফাহা করাটা কোন ক্বওম বা সম্প্রদায়ের সাদৃশ্যতা হওয়ার জন্য নাজায়েয হয় না। কিংবা কারো কোন কথা বা কাজের দ্বারা এটা মাকরুহ হওয়াটাও প্রমাণিত হয় না। বরং এটা সব সময়ের জন্যই রীতি বা নিয়ম হয়ে আছে। আর কোন হুকুমের নিয়ম কোন ক্বওমের সাদৃশ্যতার জন্য বা কারো কথা বা কাজের দ্বারা জায়েয বলে গণ্য করা মুসলিমের কাজ নয়।

'নিঃসন্দেহে ইয়াহুদী ও নাসারাদের বিপরীত 'আমল করার হুকুম এসেছে। কিন্তু সেগুলো কেবল ঐ সমস্ত ব্যাপারে – (১) তাদের যে সমস্ত

---

[৩১]. অতঃপর সম্মানিত লেখক উভয় হাতের মুসাফাহাকারীগণ কর্তৃক বিভিন্ন ফক্বীহদের মতামত ও নেককারদের দেখা স্বপ্নের দ্বারা উপস্থাপিত দলীলসমূহ খন্ডন করেছেন। এগুলো মূল শরী'য়াতের দলীল প্রমাণের ক্ষেত্রে কোন রকম বৈধ উপস্থাপনা বা সঙ্গত দলীল নয়। যেখানে সুস্পষ্ট হাদীস ভিত্তিক দলীল বিদ্যমান রয়েছে সেখানে তার বিরোধী আলোচনা থেকে আমরা বিরত থাকলাম। এ কারণে আমরা এ সম্পর্কীত আলোচনার অনুবাদ করা থেকেও বিরত থেকে পুস্তিকাটি সংক্ষিপ্ত করলাম। (অনুবাদক)

নির্দেশের নিয়মের ব্যাপারে কুরআন বা সুন্নাতে প্রমাণ নেই। কিংবা (২) তাদের যে সমস্ত নির্দেশ জায়েয বা নিয়ম হওয়া পূর্বে প্রমাণিত ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স) সে সমস্ত নির্দেশের ব্যাপারে ইয়াহুদী ও নাসারা বা কোন ক্বওমের বিরোধীতা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

দু' হাতে মুসাফাহা'র পক্ষপাতীদের কাছে দু হাতে মুসাফাহা'র ব্যাপারে যে জবাব দেয়া হল, তা ইনসাফের দৃষ্টিতে পূর্বোক্ত আলোচনার প্রতি ভালভাবে লক্ষ্য করলে এটা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে যে – দু' হাতে মুসাফাহা করার পক্ষে বা তাদের দাবীর পক্ষে কোন একটিও দলীল নেই। আর এটাও লক্ষ্য করবে যে, দু' হাতে মুসাফাহা'র দাবীদারদের দাবী কেবলই দাবী মাত্র।

[সংযোজনী ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহেল কাফী (রহ) বলেছেন[৩২]: "জেনে রাখা ভাল যে, মুসাফাহা'র রীতি রসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক নবাবিস্কৃত হয় নাই।[৩৩] কুরবানী, আশুরার রোযা ও খতনা প্রভৃতি কার্যকলাপের ন্যায় রসূলুল্লাহ (স) মুসাফাহা'র পূর্ববর্তী রীতিকে বলবৎ রেখেছিলেন মাত্র।[৩৪] ফতহুল বারী গ্রন্থে রুয়ানীর মুসনাদের বরাতে হাফিয ইবনে হাজার (রহ), বারা বিন আযিবের (রা) প্রমুখাৎ উদ্ধৃত করেছেন যে,

لقيت رسول الله ﷺ فصافحني، فقلت : يارسول الله كنت أحسب أن هذا من زي العظم، فقال : نحن أحق بالمصافحة ـــ '

"রসূলুল্লাহর (স) সাথে আমার সাক্ষাত ঘটলে তিনি আমার সাথে মুসাফাহ করলেন। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল (স) আমার ধারণা ছিল যে, ইহা আজমীদের (অনারব অমুসলিম) রীতি। রসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ মুসাফাহা করার আমরাই অধিকতর হক্বদার।"[৩৫]– **অনুবাদক]**

---

৩২. মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহেল কাফি, মুসাফাহা দক্ষিণ হস্তে, না উভয় হস্তে (১৪১৪/১৪০০) পৃঃ ১-২।

৩৩. অর্থাৎ এ সুন্নাতটি রসূলুল্লাহ (স) থেকে প্রথম চালু হয় নি।

৩৪. অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীদের সুন্নাতকে অনুসরণ করেছেন।

৩৫. ফতহুল বারী – কিতাবুল ইস্তিযান بابُ المصافحة ১১/ ৭৭ পৃঃ। ইবনে হাজার আসকালানী হাদীসটির সনদ সম্পর্কে নিরব থেকেছেন। অবশ্য শায়েখ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ) হাদীসটিকে মুনকার বলেছেন। [আস-সিলসলাতুল য'য়ীফাহ ১৩/৬৩৬৫ নং]

بسم الله الرحمن الرحيم

মহিলাদের সংস্পর্শ ও মুসাফাহা (করমর্দন)

ভূমিকা ঃ পৃথিবীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অমুসলিমদের হাতে চলে যাওয়ায় সাংস্কৃতিক কর্তৃত্বের অধিকারীও তারা। আজ যারা মুসলিম হিসাবে অমুসলিমদের কাছে নিজেদের ঈমান-আক্বীদা বিকিয়ে দিয়েছে, তাদের মন-মানসিকতায় কখনই ইসলামী সংস্কৃতির কোন স্থান থাকতে পারে না। সামাজিক ভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের ভিতরে ইসলামের অনুসরণ দেখা গেলেও সেটাও কেবল Enjoy হিসাবেই তারা গ্রহণ করে থাকে। ঐ সমস্ত সামাজিক ইসলামী অনুষ্ঠানের সুদূর প্রসারী কোন প্রভাব তাদের অন্তরে বিন্দুমাত্র ঠাই পায় না। ইয়াহুদী সাংস্কৃতির অনুসারী এই সব নামধারী মুসলিমরাও তাদের Status ও অর্থনৈতিক ক্ষতির আশংকায় ইয়াহুদীদের ন্যায় হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল হিসাবে গণ্য করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না।

পূর্বোক্ত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতির কারণে যখন কোন মুসলিম এ ধরণের প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করে তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদেরকে অইসলামী সংস্কৃতির সাথে তালমেলানোর মত কঠিন ঈমানী পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। এ পর্যায়ে মুসলিমদের মধ্যে নরনারীর অবাধ মেলামেশা, অমুসলিমদের ন্যায় পোশাক-পরিচ্ছদ, সম্বোধন-সম্ভাষণ, মহিলাদের সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) প্রভৃতি জাহেলী সংস্কৃতি ব্যাপকতর হচ্ছে।

নবী (স) তাঁর উম্মাতের ধ্বংসের কারণ সম্পর্কে বলেছেন:

فَإِنْ يَّهْلِكُوْا فَسَبِيْلُ مَنْ هَلَكَ

"যদি তারা (এ উম্মত) ধ্বংস প্রাপ্ত হয় তবে পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্তদের পথে চলেই (ধ্বংস) হবে।[৩৬]

لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مِنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتّي لَوْ دَخَلُوْا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوْهُمْ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَلْيَهُوْدَ وَالنَّصَارِي قَالَ فَمَنْ

"তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিগুলো এক এক বিঘত ও এক এক হাত পরিমাণে অনুসরণ করে চলবে। এমনকি তারা যদি গুই সাপের গর্তেও ঢুকে থাকে তাহলে তোমরাও সে ব্যাপারে তাদের অনুসরণ করবে। জিজ্ঞাসা

---

[৩৬]. সহীহ ঃ আবূ দাউদ, মিশকাত [এমদা] ১০/৫১৭৪ নং। 'এর সনদ সহীহ'। [তাহক্বীক্বকৃত মিশকাত ৩/১৪৮৮ পৃ :]

করা হল: ইয়া রসূলাল্লাহ! তারা কি ইয়াহুদী ও নাসারা? তিনি (স) বললেন: তবে আর কারা?"[৩৭]

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে:

لاَ تَقُوْمَ السَّاعَةُ حَتّي تَأْخُذَ اُمَّتِي بِاَخْذِ الْقُرُوْنِ قَبْلَهَا شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَفَارِسَ وَالرُّوْمَ ، فَقَالَ وَمَنِ النَّاسِ اِلاَّ اُولئِكَ

"ক্বিয়ামত ক্বায়েম হবে না যতক্ষণ না আমার উম্মাত পূর্ববর্তীদের আচার–অভ্যাসকে বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে গ্রহণ গ্রহণ না করবে। জিজ্ঞাসা করা হল: ইয়া রসূলুল্লাহ! পারস্য ও রোমরা কি? তিনি বললেন: আর কারা? এরাই সেসমস্ত লোক।"[৩৮] অন্যত্র বলেন:

دَبَّ اِلَيْكُمْ دَاءُ الْاُمَمِ قَبْلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لاَ اَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ

"তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতসমূহের ব্যাধি তোমাদের দিকে সংক্রমিত হয়েছে। অর্থাৎ হিংসা ও শত্রুতা। তা হল মুণ্ডনকারী। আমি বলছি না যে, মাথার চুল মুণ্ডন করে, বরং তা দ্বীনের মূলোচ্ছেদ করবে।"[৩৯]

অনেক অইসলামী সংস্কৃতির একটি হল, পরনারীর সাথে মেলামেশা ও মুসাফাহা বা করমর্দন। যা আজ এদেশে বহুজাতিক কোম্পানীতে চাকুরীরত নারী-পুরুষ, কিংবা আমদানী–রপ্তানী ও উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সম্মুখীন হতে হয়। আমরা নিচে কেবল পরনারীর সাথে পরপুরুষের মেলামেশা ও করমর্দন বা মুসাফাহ সংক্রান্ত কুরআন ও হাদীসের বিধানগুলো তুলে ধরব। যেন এ ব্যাপারে যাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভয় আছে তারা যেন ফিরে আসে। আল্লাহ আমাদেরকে সত্যকে বুঝার ও মানার তাওফিক্ব দান করুন। আমিন!!

মাসআলা – ১ ঃ পরনারীকে স্পর্শ করা হারাম।

দলীল ঃ মা'কিল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন :

لِاَنْ يُطْعَنَ فِيْ رَاس اَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيْدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَمَسَّ امْرَاَةً لاَ تَحِلُّ لَهُ

---

[৩৭]. সহীহ ঃ সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত [এমদা] ৯/৫১২৯ নং।

[৩৮]. সহীহ ঃ সহীহ বুখারী – কিতাবুল ই'তিসাম باب قول النبي صلي الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم।

[৩৯]. হাসান ঃ আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত [এমদা] ৯/৪৮১৮ নং। আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।[তাহ্‌ক্বীক্বকৃত তিরমিযী (রিয়াদ ঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ) হা/২৫১০।

"কোন মহিলাকে স্পর্শ করার চেয়ে তোমাদের মাথায় সূঁচ বিদ্ধ হওয়া উত্তম। অতএব, তার জন্য স্পর্শ করা হালাল নয়।"[৪০]

মাসআলা – ২ ঃ পরনারীকে স্পর্শ করা যিনার একটি শাখা।

দলীল ঃ রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন :

اَلعَيْنَان زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْاُذُنَان زِنَاهُمَا الاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا البَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الخُطى وَالقَلبُ يَهْوى وَيَتَمَنّى وَيُصدِّقُ ذٰلِكَ الفَرْجُ وَيُكَذِّبُه'

"দুই চোখ – এদের যেনা হল দেখা বা তাকানো, দুই কান – এদের যেনা হল শোনা, জিহবা – এর যেনা হল কথা বলা, হাত – এর যেনা হল ধরা বা স্পর্শ করা, পা – এর যেনা হল চলা এবং মন – সে চায় ও আকাঙ্ক্ষা করে। আর লজ্জাস্থান – এগুলোকে সত্য বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।"[৪১]

মাসআলা – ৩ ঃ মহিলাদের সাথে মুসাফাহ্ করা যাবে না।

দলীল ঃ বায়য়াত করা প্রসঙ্গে মহিলা সাহাবীগণ বললেন : "আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল আমাদের প্রতি কত মেহেরবান। আমরা বললাম : ইয়া রসূলাল্লাহ! অগ্রসর হন। আমরা আপনার হাতে বায়য়াত করবো। তখন রসূলুল্লাহ (স) বললেন :

اِنِّیْ لا اُصَافِحُ النِّسَاءَ اِنَّمَا قَوْلِی لِمِائَةِ امْرَاةٍ كَقَوْلِی لِاَمْرَاةٍ وَاحِدَةٍ اَوْ مِثْل قَوْلِی لِاَمْرَاةٍ وَاحِدَةٍ

"আমি মহিলাদের সাথে মুসাফাহ করি না। একজন মহিলাকে আমার বলে দেয়া এরূপ, যেন একশত জনকে বলা।"[৪২]

মাসআলা–৪ঃ মাহ্রাম মহিলা ও পুরুষ পরস্পরের সাথে মুসাফাহ্ করা জায়েয।

দলীল ঃ 'আয়িশা (রা) বর্ণনা করেন :

مَا رَاَيْتُ اَحَدًا كَانَ اَشْبَهُ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلاً وفی روایة حدیثا وَكَلامًا بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ فاطِمَةَ كَانَتْ اِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ اِلَيْهَا فَاَخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا وَاَجْلَسَهَا فِیْ مَجْلِسِهِ وَكَانَ اِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ اِلَيْهِ فَاَخَذَتْ بِيَدِه فَقَبَّلَتْهُ وَاَجْلَسَتْهُ فِیْ مَجْلِسِهَا

"আচার–আচরণে, চাল–চলনে ও মহৎ চরিত্রে, (অন্য বর্ণনায়) কথাবার্তায় ফাতিমা (রা) অপেক্ষা অন্য কাউকে আমি রসূলুল্লাহ (স)এর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ দেখতে পায় নি। ফাতিমা যখনই তাঁর নিকটে আসতেন তখন তিনি

---

[৪০]. **সহীহ ঃ** তাবারানী, বায়হাক্বী, আত–তারগীব ওয়াত–তারহীব (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ৪/৫৪ পৃ:, হা/১৬। হাদীসটি সহীহ। [আলবানী'র সহীহুল জামে' ২/৫০৪৫, তাহক্বীক্বকৃত আত–তারগীব ওয়াততারহীব (মিশর ঃ দার ইবনে রজব) ৩/২৮৫৪ নং]

[৪১]. **সহীহ ঃ** সহীহ মুসলিম, মিশকাত (ঢাকা ঃ এমদাদিয়া) ১/৮০ নং। অর্থাৎ লজ্জাস্থানের যেনা সংঘটিত হলে পূর্বের যেনাগুলোও সত্যে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে লজ্জাস্থানের যেনা না হলে, অন্যান্য অঙ্গের যেনাগুলো মূল যেনার অসমাপ্ত অবস্থা হিসাবে চিহ্নিত হবে।

[৪২]. **সহীহ ঃ** নাসায়ী – কিতাবুল বায়য়াত باب بيعة النساء। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত নাসায়ী হা/৪১৮১]

দাঁড়িয়ে তাঁর হাত ধরে চুম্বন করতেন এবং নিজের আসনে বসাতেন। আর যখনই নবী (স) তাঁর কাছে যেতেন তখন তিনিও তাঁর জন্য দাঁড়িয়ে তাঁর হাতখানা ধরে তাতে চুম্বন করতেন এবং তাঁকে নিজের আসনে বসাতেন।"[৪৩]

মাসআলা – ৫ ঃ নিকটাত্মীয় ও সার্বক্ষণিক সেবাদানে নিযুক্ত যাদের ব্যাপারে ফেতনার কোন আশংকা নেই এমন মুসলিম নারীর আপন পুরুষদের উপস্থিতিতে সাধারণ সংস্পর্শ জায়েয।

দলীল ঃ ১) আনাস (রা) বলেন : " নবী (স) ঘুমিয়ে পড়লে উম্মে সুলাইম তাঁর ঘাম ও চুল সংগ্রহ করে একটি বোতলে জমা করতেন এবং পরে তা সুগন্ধির মধ্যে রাখতেন।"[৪৪]

উম্মে সুলাইম ছিলেন আনাস (রা)–এর মাতা। তিনি সম্পর্কে নবী (স)এর খালা ছিলেন।[৪৫] ইমাম নববী (রহ) লিখেছেন : উম্মে সুলাইম (রা) নবী (স)–এর মাহরাম ছিলেন।[৪৬]

২) আনাস (রা) বলেন : রসূলুল্লাহ (স) উম্মে হারাম বিনতে মিলহানের কাছে যেতেন। তিনি তাঁকে খাবার পরিবেশন করতেন। উম্মে হারাম ছিলেন উবাদা ইবনে সামিতের (রা) স্ত্রী। একদিন রসূলুল্লাহ (স) তার কাছে গেলে তিনি তাঁকে খাওয়ালেন এবং তাঁর মাথার উকুন বাছতে শুরু করলেন।"[৪৭]

উম্মে হারাম বিনতে মিলহান ইবনে খালেদ নাজ্জারীয়াহ ছিলেন আনাস (রা)–এর খালা। তথা, উম্মে সুলাইমের বোন।[৪৮] ইমাম নববী (রহ) হাদীসটির আলোকে মাহরাম হওয়ার শর্তে উপরোক্ত কাজগুলো জায়েয বলেছেন।[৪৯]

৩) আবূ মূসা (রা) বলেন : (বিদায় হজ্জের ইহরাম শেষে) আমার গোত্রে এক মহিলার কাছে গেলে সে আমার চুল আঁচড়িয়ে দিলো অথবা মাথা ধুয়ে দিল।[৫০]

---

[৪৩]. যাইয়েদ ঃ আবূ দাউদ, মিশকাত (এমদা) ৯/৪৪৮৪ নং। আলবানী হাদীসটিকে যাইয়েদ (সহীহ ও হাসানের মাঝামাঝি) বলেছেন।[তাহক্বীক্বকৃত মিশকাত ৩/১৩২৯ পৃঃ।

[৪৪]. সহীহ ঃ সহীহ বুখারী – কিতাবুল ইসতিযান (অনুমতি অধ্যায়) باب من زاد قوما فقال عندهم।
সহীহ মুসলিম – কিতাবুল ফাযায়েল باب طيب عرق النبى والتبرك به।

[৪৫]. উসুদুল গাবা ১/১২৭, আসাহহুস সীয়াব-৬০৬ সূত্রে ঃ আসহাবে রসূলের জীবন কথা (ঢাকা ঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, এপ্রিল ১৯৯৪) ৩/১৮২ পৃঃ।

[৪৬]. শরহে মুসলিম নববী ১৫/৯২ পৃঃ।

[৪৭]. সহীহ ঃ সহীহ বুখারী – কিতাবুল জিহাদ باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء ; সহীহ মুসলিম – باب فضل الغزو فى البحر।

[৪৮]. শায়খ ওয়লী উদ্দীন আবূ আব্দুল্লাহ আল–খতীব, আসমাউর রিজাল (ঢাকা ঃ এমদাদিয়া) পৃঃ ৩১।

[৪৯]. শরহে মুসলিম নববী ১৩/৬৪ পৃঃ।

ইবনে হাজার (রহ) লিখেছেন : উক্ত মহিলা ছিল আবূ মূসা (রা)–এর কোন ভাইয়ের স্ত্রী।[৫১] ইমাম নববী (রহ) লিখেছেন : তিনি তার মাহ্‌রাম হওয়াই অধিক সংগত।[৫২]

৪) আবূ রাফে'র স্ত্রী সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি নবী (স)এর সেবা করতাম। তাঁর কোন ঘা হলে বা আঘাত লাগলে তিনি সেখানে মেহেদী প্রস্তুত করে লাগানোর জন্য আমাকে নির্দেশ দিতেন।"[৫৩]

সালমা (রা) ছিলেন রসূলুল্লাহ (স)–এর পুত্র ইবরাহীমের ধাত্রী এবং কন্যা ফাতিমাকে তিনি গোসল দিয়েছেন।[৫৪]

প্রকৃতপক্ষে একই গৃহে অবস্থানকারী ও নিয়মিত যাতায়াতকারী নিকটাত্মীয় এবং সেবাদানে নিযুক্তদের ক্ষেত্রে ফিতনার আশংকা না থাকলে পর্দার বিধানে শিথীলতা আছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ آبَآئِهِنَّ اَوْ آبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْنِسَآئِهِنَّ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التَّبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰي عَوْرٰتِ النِّسَاءِ

"তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, স্বামীর পিতা (শ্বশুর), পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, ভাগ্নে, আপন (মেলামেশার) নারীগণ, নিজের মালিকানাধীনদের, পুরুষদের মধ্যে যারা অনুগত ও অন্য রকম (খারাপ কামনার) উদ্দেশ্য রাখে না, আর এমন শিশুদের সামনে যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ – এরা ছাড়া কারো সামনে নিজেদের যিনাত প্রকাশ না করে।"[৫৫]

'পুরুষদের মধ্যে যারা অনুগত ও অন্য রকম (খারাপ কামনার) উদ্দেশ্য রাখে না' – এর ব্যাখ্যা ঃ মূল আরবী শব্দ التَّبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ শাব্দিক অনুবাদ হবে, "পুরুষদের মধ্য থেকে এমন সব পুরুষ যারা অনুগত, কামনা রাখে না।" এ শব্দগুলো থেকে প্রকাশ হয়, মুহাররাম পুরুষদের ছাড়া অন্য কোন পুরুষের সামনে একজন মহিলা কেবলমাত্র

---

৫০. সহীহ ঃ সহীহ বুখারী – কিতাবুল হাজ্জ باب من أهل فى زمن النبى كإهلال النبى। সহীহ মুসলিম – কিতাবুল হাজ্জ باب فى نسق التحلل من الإحرام بالتمام।

৫১. ফতহুল বারী ৩/৫৯৯ পৃঃ।

৫২. শরহে মুসলিম নববী ৮/১৯৬ পৃঃ।

৫৩. হাফেয হায়সামী বলেছেন : আহমাদ বর্ণিত হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৫ খন্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা।

৫৪. শায়খ ওয়লী উদ্দীন আবূ আব্দুল্লাহ আল–খতীব, আসমাউর রিজাল (ঢাকা ঃ এমদাদিয়া) পৃঃ ৬২।

৫৫. সূরা নূর ঃ ৩১ আয়াত।

এমন অবস্থায় সাজসজ্জা প্রকাশ করতে পারে, যখন তার মধ্যে দু'টি গুণ পাওয়া যায়। এক. সে অনুগত, অর্থাৎ অধীনস্থ ও কর্তৃত্বের অধীন। দুই. তার মধ্যে কামনা নেই। সঙ্গত প্রয়োজনে সার্বক্ষণিক যাতায়াতকারী যাদের সাথে পরিবারের আন্তরিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে, তারা যদি উক্ত বৈশিষ্ট্য দু'টির অধিকারী হয় সেক্ষেত্রে তাদের সামনে কেবল মাথা ও পা খোলা রাখা যাবে কিন্তু সতর খোলা রাখা যাবে না। কেননা কুরআনে আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত যে, পিতা ও দাসের ন্যায় এ ধরণের লোকদের সামনেও যিনাত প্রকাশ করা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে শর্ত হলো তারা নারীদের সৌন্দর্য বাইরে প্রকাশ করে না।

কাজেই যাদের মধ্যে কুরআনে বর্ণিত দু'টি গুণ এক. অনুগত, অর্থাৎ অধীনস্থ ও কর্তৃত্বের অধীন। দুই. তাদের মধ্যে কামনা নেই – তাদের ক্ষেত্রে দাস ও পিতার সামনে যে টুকু খোলা বৈধ (মাথা ও পা), তা প্রকাশ করা যাবে।

এ সম্পর্কে নিজ কৃতদাসের সামনে পর্দার বিধান সম্পর্কীত হাদীসটি উল্লেখযোগ্য :

النّبيَّ انّ ﷺ لمْ رَاسَهَا به قنّعَتْ إذا ثوْبٌ فاطِمَة وَعَلي لهَا وَهَبَه' قدْ بعَبْدٍ فاطِمَة اتي
اللهِ رَسُوْلُ رَاي فلمَّا رَاسَهَا يَبْلغْ لمْ رجْليْهَا به غطّتْ وَاِذا رجْليْهَا يَبْلغْ ﷺ قالَ تَلقي مَا
ـ وَغُلامُكِ ابُوْكِ هُوَ اِنّمَا بَاسٌ عَليْكَ لَيْسَ

"একবার নবী (স) বিবি ফাতিমার নিকট একটা দাস নিয়ে গেলেন, যা তিনি তাঁকে দান করেছিলেন। আর তখন ফাতিমার গায়ে ছিল এমন একটা কাপড়, যা দ্বারা মাথা ঢাকলে তা পা পর্যন্ত পৌঁছাত না এবং পা ঢাকলে মাথা পর্যন্ত পৌঁছাত না। রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে এরূপ অসুবিধা বোধ করতে দেখে বললেন: এতে কিছু হয় না, এখানে তো তোমার পিতা ও তোমারই দাস।"[৫৬]

তাছাড়া আনাস (রা) বর্ণনা করেন :

اللهِ رَسُوْلِ بِيَدِ لتَاخُذُ المَدِيْنَةِ اهْلِ اِمَاءِ مِنْ الامَةُ كَانَتِ ﷺ شَاءَتْ حَيْثُ به فَتَنْطلِقُ

"মদীনাবাসীদের কোন এক দাসী রসূলুল্লাহ (স)এর হাত ধরে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেত। আর তিনিও তার সাথে চলে যেতেন।"[৫৭]

---

[৫৬]. সহীহ ঃ আবূ দাউদ, মিশকাত [এমদা] ৬/২৯৮৬ নং। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত আবূ দাউদ হা/৪১০৬]

[৫৭]. সহীহ ঃ সহীহ বুখারী – কিতাবুল আদাব باب الكبر।

হাদীসগুলো থেকে সুস্পষ্ট হল, আপন মহিলা ছাড়াও যারা অধীনস্ত এবং প্রয়োজনের খাতিরে পারস্পরিক লেনদেন ও সেবামূলক কাজে জড়িত, তাদের ক্ষেত্রে ফিতনার আশংকা না থাকলে পর্দার শিথীলতার কারণে পূর্বোক্ত আচার – আচরণগুলো জায়েয।

উল্লেখ্য হাদীসগুলোতে সুনির্দিষ্ট ভাবে মুসাফাহ করার বর্ণনা নেই। যারা এই হাদীসগুলোকে ঢালাওভাবে পর-নারী এমনকি কাফির নারীদের সাথেও মুসাফাহ জায়েয বলে উল্লেখ করেন। তাদের জেনে রাখা উচিৎ, নবী (স)–এর নিজস্ব সাধারণ 'আমল থেকে উম্মাতকে সেই 'আমলের বিপরীত নির্দেশ দিলে উম্মাতের জন্য নির্দেশটির ওপর আমল করাই জরুরী।

সূত্রটি হল ঃ "হাদীসে ক্বওলী (মৌখিক হাদীস) যদি হাদীসে ফে'লী ('আমলী হাদীস)–এর বিপরীত হয়, সেক্ষেত্রে হাদীসে ফে'লী নবী (স)এর জন্য সুনির্দিষ্ট। আর উম্মাতের জন্য হাদীসে ক্বওলী'র ওপর 'আমল করা জরুরী হয়। অথবা ফে'লী হাদীসটি ক্বওলী হাদীসটির দ্বারা মানসুখ (রহিত) হয়েছে।" সুতরাং উক্ত হাদীসগুলোকে ঢালাওভাবে মহিলাদের সাথে মুসাফাহা করার স্বপক্ষে উপস্থাপন করা হাদীসের নীতিমালার বিরোধী। আল্লাহ তা'আলা সত্য বুঝার তাওফিক্ব দিন।

<u>মাসআলা –৬ ঃ নির্জনে পরনারীর সাথে সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ।</u>

দলীল ঃ নবী (স) বলেছেন : لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ

"মাহরামের উপস্থিতি ছাড়া কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে সাক্ষাৎ করবে না।"[৫৮]

অন্যত্র বর্ণিত আছে : "আজকের এই দিনের পরে যেন কোন ব্যক্তি একজন বা দু'জন পুরুষের সাথে ছাড়া স্বামীর অনুপস্থিতে কোন মেয়ের কাছে না যায়।"[৫৯]

<u>মাসআলা – ৭ ঃ সেবামূলক কাজে পরনারীদের অংশগ্রহণ।</u>

দলীল ঃ রুবাইয়ি' বিনত মুআববিয (রা) বলেন :

كُنَّا نَسْقِيْ وَنُدَاوِى الْجَرْحى وَنَرُدُّ الْقَتْلى إِلى الْمَدِيْنَةِ

"আমরা (যুদ্ধের ময়দানে) নবী (স)–এর সঙ্গে থাকতাম আমরা লোকদের পানি পান করাতাম, আহতদের পরিচর্যা করতাম এবং নিহতদের মদীনায় পাঠাতাম।"[৬০]

---

৫৮. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী ঃ কিতাবুন নিকাহ ... باب لايخلون رجل بامرأة الا ذو محرم।

৫৯. সহীহ ঃ সহীহ মুসলিম – কিতাবুস সালাম।

৬০. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী – কিতাবুল জিহাদ باب مدواة النساء الجرحى في الغزو।

'উমার (রা) বলেন : উম্মে সালীত (রা) উহুদের যুদ্ধে আমাদের কাছে মশক (ভর্তি) পানি নিয়ে আসতেন।[৬১]

মাসআলা – ৮ ঃ অন্যায় কাজে মহিলাদেরকে বাধা দেয়ার ক্ষেত্রে স্পর্শ করা।

দলীল ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ কোন এক মহিলা থেকে বর্ণনা করেছেন । তিনি বলেছেন, আমি বা হাতে খাচ্ছিলাম এমন সময় রসূলুল্লাহ (স) এসে হাজির হলেন। আমি ছিলাম বা হাতি মহিলা। তিনি আমার হাত চেপে ধরলেন। এতে আমার হাত থেকে খাবার পড়ে গেল। তিনি বললেন, বা হাতে খাবে না। আল্লাহ তো তোমাকে ডান হাত দিয়েছেন। অথবা বললেন, মহান ও কল্যাণময় আল্লাহ তো তোমার ডান হাত মুক্ত করে দিয়েছেন। মহিলা বলেছেন, এরপর আমি বা হাত বাদ দিয়া ডান হাতে খাওয়া শুরু করলাম। এরপর কখনও বা হাতে খাইনি।"[৬২]

হাতিব বিন আবী বালতা'র ঘটনায় উল্লেখ করা হয়েছে : জনৈকা মহিলা নবী (স) মক্কা বিজয়ের কুটনৈতিক তথ্যসহ মদীনা থেকে মক্কা রওনা হলে জীবরাঈল (আ) নবী (স) তা জানিয়ে দেন। তখন নবী (স) আলী (রা) সহ একদল সাহাবীকে ঐ মহিলাকে পাকড়াও করতে পাঠান। আলী (রা) বলেন : আমরা বললাম, পত্রখানা বের কর। সে বলল, আমার সাথে কোন পত্র নেই। আমরা বললাম : لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ اَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ "অবশ্যই তুমি পত্রখানা বের করবে অন্যথায় তোমাকে বিবস্ত্র করে ফেলা হবে।" এরপর সে চুলের বেনী থেকে পত্রখানা বের করল।"[৬৩]

মাসআলা – ৯ ঃ সাধারণভাবে পুরুষদের সাথে মিলেমিশে চলা নিষিদ্ধ।

দলীল ঃ আবূ 'উসাইদ আনসারী (রা) বলেন, একবার রসূলুল্লাহ (স) মাসজিদের বাইরে ছিলেন। রাস্তায় পুরুষেরা মহিলাদের সাথে মিশে চলছিল। এই সময় আবূ 'উসাইদ শুনেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) মহিলাদের উদ্দেশ্যে বলছেন : اِسْتَأْخِرْنَ فَاِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ اَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيْقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيْقِ "তোমরা পুরুষদের পিছনে চল। রাস্তার মধ্য দিয়ে দিয়ে চলা তোমাদের জন্য সমীচীন নয়; বরং রাস্তার পার্শ্ব দিয়েই চলবে।" এ

---

[৬১]. সহহি ঃ সহীহ বুখারী – কিতাবুল জিহাদ باب حمل النساء القرب الى الناس فى الغزو ।

[৬২]. আহমাদ ; হাফেয হায়সামী বলেন : আহমাদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৫/২৬ পৃঃ)

[৬৩]. সহীহ ঃ সহীহ বুখারী – কিতাবুত তাফসীর, সূরা মুমতাহিনা।

কথা শুনে তারা এমনভাবে প্রাচীর ঘেঁষে চলতে লাগল যে, কখনো কখনো তাদের কাপড় প্রাচীরের সাথে আটকিয়ে যেত।[৬৪]

পরিশেষ ঃ উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হল,

১) নির্জনে পরপুরুষ ও নারীর সাক্ষাৎ হারাম।

২) পরপুরুষ ও নারীর পারস্পরিক স্পর্শ হারাম।

৩) পরপুরুষ ও নারীর মুসাফাহা বা করমর্দন হারাম।

৪) নিকটাত্মীয়দের মধ্যে যারা একই গৃহে অবস্থান করে এবং যাদের দ্বারা ফিতনার আশংকা নেই তাদের সেবামূলক কাজের সংস্পর্শ জায়েয। এক্ষেত্রেও নির্জনতা পরিহার করতে হবে। তবে মাহরাম (বিবাহ হারাম) এমন মহিলাদের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ না।

৫) নিকটাত্মীয় নয় কিন্তু পারিবারিক সেবাদানে নিযুক্তদের ক্ষেত্রে নির্জনতা পরিহার করে তাদের সেবামূলক কাজের সংস্পর্শ জায়েয।

৬) জনসম্মুখে ধর্মীয় ও সামাজিক সেবামূলক কাজে পারস্পরিক সংস্পর্শ জায়েয।

৭) অন্যায় কাজ থেকে বাধা দেয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্পর্শ জায়েয।

---

[৬৪]. **হাসান** ঃ আবূ দাউদ, বায়হাক্বী –শু'আবুল ঈমান, মিশকাত (এমদা) ৯/৪৫২১ নং। আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত আবূ দাউদ হা/৫২৭২]